সিডনীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত

আনিসুর রহমানঃ বেঙ্গলী এসোসিয়েশন অব নিউ সাউথ ওয়েলস এর উদ্যোগে এবং ম্যাককোয়ারী ইউনিভারসিটি, ভারতীয় কনসুলেট ও ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন এর সহযোগিতায় বেশ বড় করে গত ৭ এবং ৮ই মে ২০১১, দুই দিন ধরে উদযাপিত হলো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয় বিকাল চারটায়, সুর ও ধ্বনি পরিবেশিত উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে। এস বি এস রেডিও এর এক্সেকিউটিভ প্রডিউসার মিস্টার কুমুদ মেরানি'র স্বাগত ভাষনের পর বক্তব্য রাখেন ম্যাককোয়ারী ইউনিভার্সিটির ফ্যাকালটি অব আর্টস এর ডীন প্রফেসর জন সাইমন। সিডনীতে ভারতীয় কনসাল জেনারেলের সৌজন্যে প্রদর্শিত হয় প্রামান্য চিত্র "স্টোরি অব গীতাঞ্জলি"।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র মিউজিয়ামে তার সম্প্রতি সম্পন্ন কাজ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন অজ-হেরিটেজ এর চেয়ারম্যান ভিনোদ ডানিয়েল। পরিবেশিত হয় রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প কংকাল এর নাট্যরূপ। নাটকটি পরিচালনা করেছেন আশিষ ভট্টাচার্য। এর পর ছিলো সোমা গোস্বামী ও তার দল পরিবেশিত গান, খাবার বিরতী, সন্ধ্যার দ্বিতীয় নাটক - রবীঠাকুরের ডাকঘর (ইংরেজীতে) এবং নৃত্যনাট্য শাপমোচন।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান সূচীতে ছিল - আলোচনা, স্লাইড শো, চলচ্চিত্র কাবুলিওয়ালা (হিন্দী), নাচ, গান, কবিতা এবং নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা।

দুই দিন ব্যাপী এই বিশাল আয়োজনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য

প্রতীতি'কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো তবে নিজেদের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান বারবার পেছানোর কারনে এ অনুষ্ঠানে তারা যোগদিতে পারেননি বলে জানালেন প্রতীতির কর্ণধার সিরাজুস সালেকিন। কবিতা পর্বে অংশ নিয়েছে "কবিতা বিকেল" এর একাংশ, যা এখন "কবিতার বিকেল" নামে পরিচিত।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের এক বিশাল মহীরুহ। তাঁর ১৫০তম জন্মবার্ষিকীতে সুদূর প্রবাসে এত বড় একটি আয়োজন এই ক্ষণজন্মা মানুষটির প্রতি বাঙালীদের গভীর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার অর্ঘ, সার্ধশতবর্ষ পরে জন্মদিনের সামান্য উপহার - যা একই সাথে সামান্য এবং অসামান্য!